এলাকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়িয়েছে

লীলাবতী মহাবিদ্যালয়

শান্ত বর্মন

ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত ও ঐতিহ্যবাহী জটেশ্বর জনপদে একাধিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থাকলেও অভাব ছিল একটি কলেজের। এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তেন। রাজবংশী অধ্যুষিত এই জনপদের পড়ুয়াদের ভরসা করতে হত ১২ কিমি দূরত্বের ফালাকাটা কলেজ কিংবা সমান দূরত্বে থাকা বীরপাড়া কলেজের উপর। ফলে উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর কলেজে পড়া নিয়ে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখ পড়তে হত তাদের। কিন্তু ২০১৩ সালে সেই সমস্যার সমাধান করে চালু হয় লীলাবতী মহাবিদ্যালয়। জটেশ্বর জনপদে কলেজ চালু হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। আর এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হাসি ফুটিয়েছে অভিভাবকদের মুখেও।

২০১৩ সালে লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। এলাকার শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীদের উদ্যোগে কলেজ তৈরির জন্য একটি সোসাইটি এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে জটেশ্বরে কলেজ চালুর কথা ঘোষণা করেন। এর কয়েক মাসের ব্যবধানে জটেশ্বরে কলেজ চালুর অনুমোদন মেলে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়ার পরেই ব্যাপক উৎসাহ দেখা দেয় জটেশ্বর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার শিক্ষানুরাগী মহলে।

অনুমোদন মিললেও কলেজ চালুর বিষয়ে ব্যাপকভাবে আর্থিক সমস্যায় পড়েন সোসাইটি ও কমিটির সদস্যরা। তাঁরাই বহু কষ্টে ১৫ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি হিসেবে কলেজের ফান্ডে জমা করেন। ফান্ডে টাকা দেওয়ার পর পুরোপুরিভাবে কলেজের অনুমোদন এসে পৌঁছায় কমিটির হাতে। কিন্তু কলেজের ভবন তৈরির জমি কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন তাঁরা। কিন্তু হাল ছাড়েননি কেউই। অনুমোদন আসার কয়েকদিন পর জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের দুটি কক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অস্থায়ীভাবে কলেজের পঠনপাঠন শুরু হয়। এদিকে যেহেতু স্কুল রয়েছে, তাই স্কুল ও কলেজ একই সঙ্গে পরিচালিত হওয়া অসম্ভব। সেক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় স্থির হয়, কলেজের ক্লাস হবে সকালে। পাশাপাশি স্কুল শুরুর আগেই কলেজের পঠনপাঠন শেষ করতে হবে। তাতে সম্মতি মেলায় ২২০ জন ছাত্রছাত্রী, ৫ জন অতিথি অধ্যাপক ও ২ জন শিক্ষাকর্মী নিয়ে পথচলা শুরু হয় লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের। ওই কলেজটির পথচলাতে প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ডঃ রমাপ্রসাদ নাগ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের কথা ছড়িয়ে পড়ে গোটা ফালাকাটা ব্লকে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। স্কুলের কক্ষে কলেজের পঠনপাঠনে দেখা দিতে থাকে ছোটো-বড়ো সমস্যা। দাবি ওঠে কলেজের স্থায়ী ভবন তৈরির। পরে কমিটির তত্ত্বাবধানে শুরু হয় কলেজের জন্য জমির খোঁজ। বহু জায়গায় জমির খোঁজ করেও ব্যর্থ হন কমিটির সদস্যরা। ইতিমধ্যেই কলেজ ভবন তৈরি করতে জমি দিতে এগিয়ে আসে জটেশ্বরেরই ঘোষদস্তিদার পরিবার। তাদের দান করা ১৮ বিঘা জমিতে শুরু হয় কলেজের ভবন তৈরির কাজ। বহু প্রতীক্ষার পর কলেজ ভবন তৈরি হয়। অবশেষে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলেজের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন হয়। তখন থেকে স্থায়ী ভবনে কলেজের পঠনপাঠন শুরু করে কর্তৃপক্ষ। প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ রমাপ্রসাদ নাগ কলেজের ভার ছেড়ে দেওয়ার পর ওই কলেজের অভিভাবক হিসেবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের আসনে যোগ দেন ডঃ নারায়ণচন্দ্র বসুনিয়া। বর্তমানে ওই কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০০০। স্থায়ী অধ্যাপক রয়েছেন ৫ জন এবং অতিথি অধ্যাপকের সংখ্যা ১৫। এছাড়া স্থায়ী ৩ জন ও অস্থায়ী ৬ জন শিক্ষাকর্মী রয়েছেন।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্দ্র বসুনিয়ার উদ্যোগে কলেজে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। আগামী দিনে ভূগোল, দর্শন, সংস্কৃত, শারীরশিক্ষার মতো বিষয়ে সাম্মানিক কোর্স চালুর দাবি রয়েছে। কলেজ ও পড়ুয়াদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে গোটা কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের মহান প্রচেষ্টায় বর্তমানে ওই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিষ্ঠার সঙ্গে পঠনপাঠন করছে। সেই সঙ্গে সমাজ সচেতনতামূলক কাজেও এগিয়ে যাচ্ছে। কখনও বা হেলমেটহীন বাইকচালককে হেলমেট পরে বাইক চালাতে বলা, আবার কখনও বা গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা, সব কিছুতেই এগিয়ে থাকছে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ইতিমধ্যেই প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মী হিসেবেও যোগ দিয়েছেন নানা প্রতিষ্ঠানে। সেদিক থেকে অতি অল্প দিনেই এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাফল্য পাওয়ায় সুনাম অর্জন করেছে জটেশ্বর লীলাবতী মহাবিদ্যালয়। তাই এই মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠানটি অদূর ভবিষ্যতে আরও ছাত্রছাত্রীকে এগিয়ে চলার দিশা দেবে, এই আশাতেই বুক বাঁধছেন জটেশ্বরের বাসিন্দারা। লক্ষ্যে অবিচল থেকে জটেশ্বর বাজারের উত্তরপ্রান্তে বীরকিটি নদীর পাড়ের এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাবে এলাকার সুনামকে সঙ্গে নিয়ে, উন্নতি হবে ছাত্রছাত্রীদের, এই কামনাই করেছেন জটেশ্বরের অভিভাবক, শিক্ষানুরাগীরা। আর তাঁদের কামনা সত্যি করতে সদাব্যস্ত কলেজের অধ্যাপকরা ও পরিচালন সমিতির সকল সদস্য।

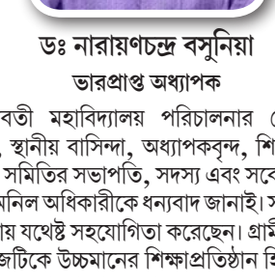

পড়ুয়াদের কথা

স্বপ্না অধিকারী

প্রথম বর্ষ (ইতিহাস অনার্স)

কলেজ তৈরি হওয়ার আগে জটেশ্বর এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর সাধারণ বিষয় নিয়েও দূরের কলেজে পড়তে যেত। সেখানে পরীক্ষা বা অন্য জরুরি দরকারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তারা সমস্যায় পড়ত। কিন্তু আমরা উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর জটেশ্বরেই কলেজে পড়তে পারছি। সেদিক থেকে বিষয়টি আমাদের কাছে বড়োই আনন্দের। যাতায়াতে বাড়তি সময় না লাগায় কলেজ করার পরেও আমরা অনেকটা সময় পাই। সেই সময়টা আমরা পড়াশোনার কাজে লাগাতে পারছি। কলেজে আসতে আমাদের খুবই ভালো লাগে। কলেজের পঠনপাঠন, অনুষ্ঠান সকল ছাত্রছাত্রী মিলে উপভোগ করি। কলেজে অধ্যাপকদের সহানুভূতিশীল আচরণে আমরা সকলেই উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করছি।

চন্দ্রা রায়

প্রথম বর্ষ (এডুকেশন অনার্স)

লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ে ভরতি হতে পেরে আমি গর্বিত। বাড়ির পাশে এই কলেজে পড়াশোনা করতে খুবই ভালো লাগে। সেজন্য আমি রোজ কলেজে উপস্থিত থাকি। পড়াশোনার ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যাপকরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এই কলেজের সুন্দর পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করে। বরং কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পর মন খারাপ হয়। কলেজে পড়াশোনার মান খুবই ভালো। আমি আশা করছি, কলেজের শিক্ষা আমাকে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

গোপাল সরকার

দ্বিতীয় বর্ষ (ইতিহাস অনার্স)

নতুন কলেজ হলেও অল্পদিনেই লীলাবতী মহাবিদ্যালয় সকলের মন জয় করে নিয়েছে। কলেজের অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয় আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। সেজন্য ক্লাস ফাঁকি না দিয়ে আমরা নিয়মিত কলেজে উপস্থিত থাকি। ইতিহাস সম্পর্কে জানা ছিল, কিন্তু কলেজের পড়া কীভাবে করতে হয় সেটা বর্তমান অধ্যাপকদের জন্যই বুঝতে পারছি। অধ্যাপকরা এতটাই ভালো পড়ান যে আমাদের আর আলাদাভাবে টিউশন পড়ার প্রয়োজন হয় না। এই কলেজ থেকেই সুন্দরভাবে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারব বলে মনে করি।

কাকলি রায়

তৃতীয় বর্ষ (সাধারণ শাখা)

লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ে যখন আমি ভরতি হয়েছি, তখনও জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণিকক্ষে কোনোমতে ক্লাস হত। সকাল ৮টা থেকেই শুরু হত কলেজের পড়াশোনা। তাই ঘুম থেকে উঠেই কলেজে চলে যেতাম। এখন অবশ্য কলেজের নিজস্ব ভবন হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্লাস হয়। কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যাপক আনন্দ করি। এই সময়টা জীবনের একটা বড়ো স্মৃতি হয়ে থাকবে। কলেজের অধ্যাপকদের সহযোগিতায় ভালোভাবেই পড়াশোনা করতে পারছি।

ভাস্বতী বর্মন

প্রাক্তন ছাত্রী

আমরা ছিলাম ওই কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করি। তখন জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ভবনে কলেজের ক্লাস হত। নিজস্ব ভবন না থাকাতে মর্নিং সেশনে সকাল ৮টা থেকে শুরু হত কলেজের ক্লাস। সেজন্য সকাল সকাল কলেজে উপস্থিত হয়ে যেতাম। বর্তমানে আমি শিলবাড়িহাট উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লার্ক পদে কর্মরত। কলেজ শেষ হওয়ার আগেই কর্মে নিযুক্ত হয়ে যাই। তার পেছনে কলেজের অবদান অনেকটাই। এখনও কলেজকে মিস করি। বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও কলেজের সাফল্য কামনা করি।

অনিল অধিকারী

বিধায়ক ও প্রাক্তন সভাপতি, গভর্নিং বডি

২০১১ সালে বিধানসভার অধিবেশনে এলাকায় একটা কলেজ গড়ার দাবি জানিয়েছিলাম। বিষয়টি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানিয়েছিলাম। ফালাকাটা কলেজে প্রতিবছর প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী ভরতি হয়। ওই কলেজের ভার কমানোর জন্য ফালাকাটা ব্লকে আরও একটি কলেজ তৈরির কথা তুলে ধরি। পরে মুখ্যমন্ত্রী জমি দেখার কথা বলেন। ইতিমধ্যেই ঘোষদস্তিদার পরিবার ১৮ বিঘা জমি দান করেন। পরে বিভিন্নভাবে ১৫ লক্ষ টাকা জোগাড় করে কলেজ ফান্ডে জমা দিই। সকলের সহযোগিতায় কলেজ চালু করতে সক্ষম হয়েছি।

সমরেশ পাল

সভাপতি, গভর্নিং বডি

আমরা জটেশ্বরে কলেজ তৈরির জন্য কোনোরকম দাবি জানাইনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের চাহিদায় জটেশ্বরে কলেজ চালুর অনুমোদন দিয়েছেন। প্রথমে কলেজ তৈরির জন্য একটি সোসাইটি ও কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী এলাকার বিডিও ও বিধায়ক অনিল অধিকারীর মাধ্যমে খোঁজ নেন। কিছুদিনের মধ্যেই কলেজ চালুর অনুমোদনও এসে যায়। তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। বহু কষ্টে সোসাইটি ও কমিটির সদস্যরা মিলে টাকা জোগাড় করে কলেজের ফান্ডে জমা দিই। এরপর জমি নিয়ে সমস্যা হয়। এ সময় জমি দিতে এগিয়ে আসে জটেশ্বরের ঘোষদস্তিদার পরিবার। তাদের দানের ১৮ বিঘা জমিতে কলেজ ভবন তৈরি করা হয়।

ডঃ নারায়ণচন্দ্র বসুনিয়া

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

লীলাবতী মহাবিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রিয় ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা, অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, পরিচালন সমিতির সভাপতি, সদস্য এবং সর্বোপরি স্থানীয় বিধায়ক অনিল অধিকারীকে ধন্যবাদ জানাই। সবাই কলেজ পরিচালনায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। গ্রামীণ এলাকার এই কলেজটিকে উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা করতে সকলের সহযোগিতা চাই। এখানকার শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কলেজে আসে, ক্লাস করে। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি যাতে সমাজসেবামূলক কাজে ব্রতী হয়, সেজন্য রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনা চালু করা হয়েছে।

ডঃ রমাপ্রসাদ নাগ

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

একটা কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, সেটা আমার কাছে আনন্দের বিষয়। বড়ো বড়ো জায়গায় চাকরি করেছি। কিন্তু কোথাও তৈরি করার আনন্দ পাইনি। একটা প্রতিষ্ঠানকে মায়া-মমতা-স্নেহ দিয়ে কীভাবে বড়ো করে তুলতে হয়, বুদ্ধি করে কীভাবে সবাইকে নিয়ে চলতে হয়, সে অভিজ্ঞতা লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে আমার ছিল না। কিন্তু এই কলেজ সেই সুযোগ করে দিয়েছে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট আন্তরিক। এই কলেজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। যাঁরা উদ্যোগ নিয়ে কলেজ চালু করেছেন তাঁদের মধ্যে বহু রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে ছিলেন। যাঁদের দানে, যাঁদের পরিশ্রমে কলেজটি চালু হয়েছে, তাঁরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছিলেন বলেই কলেজ আজকের জায়গায় আসতে পেরেছে। আমি তাঁদের মধ্যে একজন মাত্র।